গ্রন্থপঞ্জী
(Bibliography)

আকরগ্রন্থ :

১) কয়াল, অক্ষয়কুমার ও দেব, চিত্রা (সম্পাদিত) : ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল, জি. ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং, ২২-এ, কলেজ রোড, কলিকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১।

২) কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১ ।

৩) দত্ত, শ্রী বিজিতকুমার ও দত্ত, সুনন্দা (সম্পাদিত) : মানিকরাম গাঙ্গুলী-বিরচিত ধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৯।

৪) মহাপাত্র, শ্রী পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) : ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) ইসলাম, ড. শেখ মকবুল : শ্রীজগন্নাথ বাঙালী মানস ও লোকায়ত জীবন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ২০০৯।

২) ওঝা, ড. সুনীলকুমার : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুরি-৭৩৪০১৩, প্রথম প্রকাশ : ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪।

৩) গোস্বামী, অমিতাভ : মঙ্গলকাব্যে লোকজীবন ও লোক ধর্মভাবনা, সোপান পাবলিশার, বি/৪১ গোষ্ঠতলা, নিউ স্কীম, গড়িয়া, কলকাতা- ৮৪, প্রথম প্রকাশ, ২০০০।

৪) গিরি, সত্যবতী : বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জু সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

৫) গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ : মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২, বিডন রোড, কলকাতা-০৬, অক্ষর সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২।

৬) গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পরকীয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৮।

৭) গিরি, ড. সত্য : বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পঞ্চম পুণর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৫/ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, তৃতীয় সংস্করণ/ সপ্তম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৬/ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

৮) ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, একখণ্ডে, জানুয়ারি, ১৯৫৭, অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৌষ ২০২০।

৯) ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮০, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১০) ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮০, ষষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

১১) ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, চতুর্থ খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৮৬, ষষ্ঠ সংস্করণ : জুলাই, ২০১৫।

১২) চৌধুরী, তেসলিম : আদিমধ্য ও মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস (৬৫০-১৫৫৬), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৯৪, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ : জুন, ২০০৬।

১৩) চক্রবর্তী, দেবকুমার : বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি, পূর্ত বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী সরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-০৯,

১৪) চক্রবর্তী, কোয়েল : চন্দ্রাবতীর জীবন ও রামায়ণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স (প্রকাশন বিভাগ), ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯।

১৫) চৌধুরী, যজ্ঞেশ্বর : রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদীয়া, নেতাজী সুভাষ রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮।

১৬) চট্টোপাধ্যায়, ড. হীরেন : শাক্ত পদাবলীর রূপরেখা, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ–বিজয়া দশমী, ১৩৮৮, পুনর্মুদ্রণ: বিশ্বকর্মা পূজা, ১৪১১।

১৭) চক্রবর্তী, শ্রী পঞ্চানন (সম্পাদক) : রামেশ্বর রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-০৬, প্রথম সংস্ক্রণ, অগ্রহায়ন ১৩৭১।

১৮) চক্রবর্ত্তী, ড. পঞ্চানন : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রিট, কলিকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০২।

১৯) চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার : গোপীচন্দ্রের গান পাঠকের চোখে, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথি মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৭।

২০) চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর : গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রথম ভাগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ , কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৩, পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০০৭।

২১) চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১।

২২) চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দ্বিতীয় পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, ভাদ্র ১৩৯১। পুনর্মূদ্রণ : জানুয়ারি ২০২১, মাঘ ১৪২৭।

২৩) দাস, সচ্চিদানন্দ : বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, মাঘ ১৪২১।

২৪) দাস, ড. সুপ্রিয় কুমার : ধর্মমঙ্গলে প্রান্তজন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানন্দ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৯।

২৫) দাশ, ড. নির্মল : চর্যাগীতি পরিক্রমা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই ১৯৯৭, আষাঢ় ১৪০৪, দ্বাদশ সংস্করণ : জুন ২০১৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪।

২৬) দাস, ড. ক্ষুদিরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দে'জ নব সংস্করণ : মহালয়া ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০৬, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

২৭) দাশগুপ্ত, শ্রীজয়ন্তকুমার (সম্পাদিত) : কবি বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯।

২৮) দাস, শ্রী আশুতোষ : দ্বিজ রামদেব-বিরচিত অভয়ামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১২।

২৯) দাশগুপ্ত, শ্রী তমোনাশ চন্দ্র (সম্পাদিত) : সুকবি নারায়ন দেবের পদ্মাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথমর্মুদ্রণ: ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১।

৩০) দত্ত, অক্ষয় কুমার : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), করুণা প্রকাশনী, ১৮৭, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১৩১৮, পঞ্চম মুদ্রণ : ফাল্গুন, ১৪২৬।

৩১) দত্ত, অক্ষয় কুমার : ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় ভাগ), করুণা প্রকাশনী, ১৮৭, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : ১২৮৯, পঞ্চম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৯।

৩২) নস্কর, সনৎকুমার (সম্পাদনা) : কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গল, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৪।

৩৩) নাথ মিত্র, শ্রীখগেন্দ্র ও সেন, শ্রী সুকুমার ও চৌধুরী, শ্রী বিশ্বপতি ও চক্রবর্তী, শ্রী শ্যামাপদ (সম্পাদিত) : বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ (পরিবর্ধিত ও পরিবর্জিত), ১৯৫২, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৪।

৩৪) পাল, বিকাশ : মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় বাঙালির সামাজিক ইতিহাস, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট, ২০১৪।

৩৫) পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭,

বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক, ১৩৫৯; অক্টোবর, ১৯৫২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মে, ২০১৮।

৩৬) পাল, ড. মোহন : ঘনরাম রচনাবলী, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, (1st edition, july 2011) প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট।

৩৭) বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ : বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৬৬, পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৭৮, বৈশাখ ১৩৮৫, ষষ্ঠ সংস্করণ, মে ২০১৮, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫।

৩৮) বন্দোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) : কাশীদাসী মহাভারত কাশীখণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮, জানুয়ারি ১৯৯২, চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৫।

৩৯) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত) : কাশীদাসী মহাভারত উত্তর কাশীখণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ পৌষ ১৩৯৯, জানুয়ারি ১৯৯৩, তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২।

৪০) বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ : রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি,২০০৮।

৪১) বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা : মঙ্গলকাব্যে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, শারদোৎসব, ২০০৯।

৪২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ : মধ্যযুগের সাহিত্যে গতানুগতিকতা বনাম মৌলিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৮।

৪৩) বেরা, মঞ্জুলা : বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষাশৈলী, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪০৬, সোনারতরী, ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা-৫৭, দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৯।

৪৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন : মধ্যযুগে বাংলা, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ২০০২,

মাঘ ১৪০৮, পুনর্মুদ্রণ : মে ২০১৫, জ্যৈষ্ঠ ১৪২২।

৪৫) বেরা, মঞ্জুলা : দৌলত কাজীর সতীময়না ও লৌরচন্দ্রানী পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, রথযাত্রা, ২০১৮।

৪৬) বসু, তারাপদ : নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গল সমাজ ভাবনা, রাঢ় সংস্কৃতি পরিষদ, ৮৯, ডি. এন. মিত্র লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১, প্রথম প্রকাশ, ১০ই ভাদ্র ১৪১৩, ইং ২৭.০৮.২০০৬।

৪৭) বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চন্দ্র : মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৯।

৪৮) বক্সি, পাঁচুগোপাল : মহাকাব্যে ও পুরাণে প্রতিবন্ধী চেতনা, পুনশ্চ, ৯এ, নবীন কুণ্ড লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০৮।

৪৯) বিশ্বাস, অরুণকুমার : মাতৃসাধনা ও কমলাকান্ত মাতৃসাধনা পরম্পরা প্রবাহে সাধক কবি কমলাকান্ত, সিগনেট প্রেস, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩।

৫০) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার ও চৌধুরী, শ্রী বিশ্বপতি (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কবি মুকুন্দরাম-বিরচিত) প্রথম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০১১।

৫১) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯।

৫২) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯।

৫৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : পুনর্মুদ্রণ : ।

৫৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক

এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৮-২০১৯।

৫৫) বসু, শ্রী নগেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) : শূন্যপুরাণ ৺ রামাই পণ্ডিত প্রণীত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩৭-১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট, বঙ্গাব্দ ১৩১৪, মাঘ।

৫৬) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট(কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-৭৩, একাদশ সংস্করণ : বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, দ্বাদশ সংস্করণ : ২০১২।

৫৭) ভট্টাচার্য, শ্রী সুধীভূষণ (সম্পাদিত) : দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচন্ডীর গীত (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫।

৫৮) ভট্টাচার্য, শ্রী সুখময় (শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ) : মহাভারতের চরিতাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৩, প্রথম আনন্দ সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৯৩, সপ্তম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৪।

৫৯) ভট্টাচার্য, শ্রী সুখময় (শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ) : রামায়ণের চরিতাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪২২।

৬০) ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ : বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০১১।

৬১) ভট্টাচার্য, শ্রীবিজনবিহারী : কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ্ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৫।

৬২) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, একাদশ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১৫, অক্টোবর ২০০৮।

৬৩) মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ (ভাষান্তর সত্য সৌরভ জানা) : বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ভারতে ও বহির্বিশ্বে, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ , কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০২, পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

৬৪) মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ (সম্পাদিত) ও চট্টোপাধ্যায়, ড. সুনীতিকুমার (ভুমিকা সম্বলিত) : রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, ৩২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৫৪, আগস্ট ১৯৫৭, পঞ্চম মুদ্রণ : পৌষ ১৪১২, ডিসেম্বর ২০০৫।

৬৫) মুখোপাধ্যায়, শ্রী নির্মলেন্দু : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ : ২০১০-২০১১।

৬৬) মুখোপাধ্যায়, সুখময় : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, ভারতী বুক স্টল, ৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা—০৯, প্রথম প্রকাশ-আগস্ট ১৯৮৭, পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৭।

৬৭) মুখোপাধ্যায়, ড. অনিমা : সতেরো শতকের রাঢ় বাংলার সমাজ ও সাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানন্দ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান বইমেলা, ১৯৯৫, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ : কলকাতা বইমেলা , ২০১৬।

৬৮) মল্লিক, দীপঙ্কর : মধ্যযুগ : ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।

৬৯) মিত্র, তন্ময় ও করিম মীর রেজাউল : মধ্যযুগের বাংলা গদ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৬।

৭০) মিত্র, অমলেন্দু : রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ফার্মাকে এল মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২।

৭১) রায়, অনিরুদ্ধ ও চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী (সম্পাদিত) : মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণ : ২০১২।

৭২) রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, সংযোজিত স্বাক্ষরতা সংস্করণ : ১৩৮৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০০, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ন ১৪১০।

৭৩) লালা, ড. আদিত্যকুমার : বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮, আশ্বিন ১৪২৫।

৭৪) শর্মা, রামশনন : আদি মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজ সামন্ত প্রক্রিয়া বিষয়ে এক সমীক্ষা, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৭২, প্রথম প্রকাশ : ২০০৩, পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫।

৭৫) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৩৯৮, অষ্টম মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪১৪।

৭৬) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭।

৭৭) সেন, দীনেশচন্দ্র (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসেন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ : ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ : আগষ্ট ২০০২/বি।

৭৮) সেন, দীনেশচন্দ্র (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আর্য ম্যানসেন (নবম তল), ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, পর্ষৎ কর্তৃক প্রথম মুদ্রণ : ১৯৮৬/এ, পর্ষৎ কর্তৃক তৃতীয় মুদ্রণ : আগষ্ট ২০০২/বি।

৭৯) সেন, দীনেশচন্দ্র : বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪১, ১৯৩৫, দে'জ সংস্করণ : ১৩৯৯ মাঘ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পঞ্চম সংস্করণ : ১৪২৫ অগ্রহায়ন, ডিসেম্বর ২০১৮।

৮০) সেন, দীনেশচন্দ্র : বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪১, ১৯৩৫, দে'জ সংস্করণ : ১৩৯৯ মাঘ, জানুয়ারি ১৯৯৩, পঞ্চম সংস্করণ : ১৪২৫ অগ্রহায়ন, ডিসেম্বর ২০১৮।

৮১) সেন, শ্রী দীনেশচন্দ্র : মৈমনসিংহ-গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ

স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

৮২) সেন, সুকুমার : বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ্ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, নবম মুদ্রণ : ২০১৫।

৮৩) সেনমজুমদার, জহর : মধ্যযুগের কাব্যে স্বর ও সংকট, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৯।

৮৪) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮২, পঞ্চম মুদ্রণ : ২০১৫।

৮৫) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (লঘু সংস্করণ), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম সংস্করণ : ১৯৬৩, সপ্তম মুদ্রণ : ২০১৬।

৮৬) সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ০৯, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৪১(মে ১৯৩৪), প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৮, তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫।

৮৭) সেন, সুকুমার : ইসলামি বাংলা সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৮, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৩।

৮৮) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫, সপ্তম মুদ্রণ : ২০১৭।

৮৯) হালদার, শ্রীযোগিলাল (সম্পাদিত) : রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রিট, সেনেট হাউস, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১২।

ইংরেজী গ্রন্থ :

1) Chattopadhyaya, Brajadulal : The Making of Early Medieval India, Second Edition, Published in India by Oxford University Press, YMCA Library Building, 1 Jai Singh Road, New Delhi-110001, India, First Edition Published in 1994, Oxford India perennials (Second edition) 2012.

2) Dasgupta, S.B. : Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature, University of Calcutta, 87/1, College Street, Kolkata-73, University of Calcutta, 1946.

3) Dasgupta, T.C. : Aspect of Bengali Society from old Bengali Literature, University of Calcutta, 87/1, College Street, Kolkata-73, University of Calcutta, 1935.

4) Kumar, Rakesh : Ancient and Medieval world From Evolution of Humans to the Crisis of Feudalism, Sage Publications India Pvt. Ltd., B1/I-1 Mohan Cooperative Industrial Area, Mathur Road, New Delhi-110044, India, First Published 2018.

5) Winternitz, M : A History of Indian Literature, VOL.I, Part-II, University of Calcutta, 87/1, College Street, Kolkata-73, Second Edition 1978.

6) Mclane, R. John : Land and Local Kingship in Eighteen century Bengal, Cambridge South Asian Studies : 53, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

7) Sen, Dinesh Chandra : History of Bengali Language and Literature, University of Calcutta, Published by the University, 1911.

নির্ঘন্ট

অ

অমলেন্দু মিত্র ২৫

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩, ১৬২

অভিশাপ ২১৩

অম্বুবতী ১৬৭

অভয়াচরন ১৬০

আ

আশুতোষ ভট্টাচার্য ২১, ৬১, ১৬২

ই

ইন্দেমেটে ২১৪, ১৩৫

উ

উচ্চবৃত্ত ১৯৪

ঋ

ঋকবেদ ২৭

এ

এশিয়াটিক সোসাইটি ২৪

ঔ

ঔষধীকরণ ২১৪

ঔষধ ১৩৯

ক

কূর্মবাদ ২৯

কূর্মমূর্তি ২৮

কীর্তিচন্দ্র ১০৫

কামরূপ ২২৫

কাহন ১৭২

কাটারী ১৭৭

কোটাল ১৭২

গ

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ২৬

গৌড়েশ্বর ২১৮

গায়েন ১৬১

ঘ

ঘনরাম ১১০, ১১২, ১২৩, ১২৮

ঙ

ঙিদা চোর ১৭২

চ

চণ্ডীমঙ্গল ১০, ১১

চণ্ডীমণ্ডপ ২১৫

চিত্রসেন ২১৭

চাঁপাই ২১২

ছ

ছোটনাগপুর ২১, ৩০

জ

জৈন ২২৩

জলপড়া ২১৪

ঝ

ঝারফুঁক ২১৪, ১৮৯

ট
টল ২১৪, ২১৫
ঢ
ঢেকুরগর ৩৩, ১৬৮
দ
দামোদর ২১
দরম ২৭
দীনেশচন্দ্র সেন ১৬১
ন
নান্দীমুখ ৮৪
নয়ানী ২১৮, ২১৯
নবদ্বীপ ২১৪
প
পৌণ্ড্রবর্ধন ২১
পতিতাপল্লী ২২৩
ব
বারুজীবি ২২৩
বারোমাস্যা ১৯৮
বেলডিহা ১৫৮
ব্রতদাসী ১৭০
ভ
ভাগীরথী ২১
ভগ্নীপতি ১৭০
ভাট ১৭৭, ১৮০
ম
ময়ূরাক্ষী ২১
মুকুন্দ চক্রবর্তী ২১, ৬২, ১৩৫
মহাভারত ৫, ১৪
মহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৬২
মল্ল ১৭২
ময়নাগড় ৩৩
য
যোগসূত্র ১৬১
র
রাঢ় ২২, ২০৪, ২২৭
রামায়ণ ৫, ১৪
ল
লখাই ডোমনী ১৫০
লিপিকর ১৬১
লুইচন্দ্র ১৭১
লৌহগণ্ডার ১৭৮
লোকাচার ১৮৪
ব
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩, ১৫৭
বর্ধমান সাহিত্যসভা ৬০
বারমতি ১৬০, ১৬৫, ১৮৩
বাঁকুড়া রায় ১৬৭
বশীকরণ ২১৪
বিশ্বকর্মা ১৭৩
শ
শালগ্রাম ২৯
শূণ্যপুরাণ ২৯
শাকা ১৪৮
শতদল ১৫৯
শক্রসুতা ১৬৭

স

সুকুমার সেন ২৩, ২৭, ১০৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৪, ২৫
সারেঙ্গধ্বল ৬৮, ১৭৩
সম্প্রদান ২১৩

হ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২৪
হাতেখড়ি ১৮৮, ২১৫
হেমঘট ১৮৬

শ্রুতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা
সপ্তম বর্ষ : ডিসেম্বর : ২০২০

ষান্মাসিক
ISSN : 2394-7225

প্রধান সম্পাদক
তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক
নির্মল দাস
গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
মদনগোপাল অধিকারী

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

S H R U T I

SAHITYA-SANSKRITI BISHAYAK GABESHANAMULAK PATRIKA

A PEER REVIEW REFEREED JOURNAL

Published by Shruti Gabeshana Parishad

ISSN : 2394-7225

সপ্তম বর্ষ : ডিসেম্বর সংখ্যা : ২০২০

প্রকাশক

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

গ্রাম : নাকড়াকুড়ি, পো : তেলিঘাটা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

সম্পাদনা পরিষদ (Referees)

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিতা বসু, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর বিকাশ রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আদিত্যকুমার লালা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর অমিত ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিনী ব্যানার্জী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঋষিকুমার শর্মা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গৌর চন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর কলেজ

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস ও গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

মদনগোপাল অধিকারী

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস : তাপস অধিকারী

প্রাপ্তিস্থান

সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক (Whatsapp বা E-mail-এ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়)

মোবাইল নং ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬ (প্রধান সম্পাদক) ও ৯৫৪৭০৭০৯৫২ (কার্যনির্বাহী সম্পাদক)

e-mail: editorshruti@gmail.com / adhikarymg@gmail.com

প্রবন্ধ পাঠানোর নিয়মাবলী

- ‘শ্রুতি : সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকাটিতে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো মৌলিক গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

- প্রত্যেক বছরের জুন ও ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জুন সংখ্যার জন্য ৩০ শে এপ্রিল এবং ডিসেম্বর সংখ্যার জন্য ৩১ শে নভেম্বরের মধ্যে লেখা পাঠাতে হয়। নির্ধারিত সময়ের পরে প্রবন্ধ পাঠালে তা ছাপার জন্য বিবেচিত হয় না।

- প্রবন্ধ অভ্র বাংলায় Kalpurush Front-এ টাইপ করে doc. এবং pdf. কপি e-mail-এ পাঠাতে হয়। প্রবন্ধ পাঠানোর e-mail Id হল— adhikarymg@gmail.com অথবা editorshruti@gmail.com

- প্রবন্ধের শব্দ সীমা ২০০০-২৫০০-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম, লেখক, সংস্করণসহ প্রকাশকাল, প্রকাশক/প্রকাশনা, প্রকাশ স্থান ও পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ থাকা চাই।

- বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ‘আকাদেমি বানান অভিধান’-এর বানানবিধিকে মান্যতা দেওয়া হবে।

- প্রাবন্ধিকের নাম, সম্পূর্ণ পরিচয় এবং যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য (Whatsapp no, e-mail Id) অবশ্যই দিতে হয়।

- প্রবন্ধ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণ (Referres) দ্বারা মনোনীত করলে তবেই ছাপার জন্য বিবেচিত হয়।

সম্পাদকীয়

বিগত কয়েক মাস ধরে পৃথিবী করোনা ভাইরাস (কোভিড ১৯) অতিমারি জনিত এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছুটা আশার আলো দেখা গেলেও তা আশ্বস্থ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সারা পৃথিবী এই অতিমারীর কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে ভ্যাকসিন বা টিকা আবিস্কারের দিকে তাকিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এখনও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পঠন-পাঠন শুরু হয়নি, গবেষণামূলক কাজকর্মও প্রায় স্তব্ধ। বর্তমানে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞানের আদান-প্রদান মূলত ডিজিটাল মাধ্যমেই চলছে। তবে এই ভয়াবহ সংকটেও এটা প্রমাণিত যে মানুষ হার মানে নি, মানুষ হার মানে না। এরই মাঝে আমাদের 'শ্রুতি : সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা'র সপ্তম বর্ষের ডিসেম্বর, ২০২০ সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংখ্যার জন্য অনেক প্রাবন্ধিক ও গবেষক e-mail-এর মাধ্যমে তাঁদের প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক যেমন আছেন, তেমনি অনেকেই নতুন। নবীন গবেষকদের একটা মঞ্চ প্রদানের মধ্য বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রিকা যাত্রা শুরু করেছিল জন্য বরাবরের মতো এই সংখ্যাতেও বেশ কিছু নতুন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কিছু প্রবন্ধের বিষয়, রচনারীতি বা বানান সমস্যা প্রশ্ন থাকলেও সেগুলিকে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা হয়নি। কারণ এই পত্রিকাগোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে সমালোচনার মধ্য দিয়েই এঁরা একদিন বড় গবেষক ও প্রাবন্ধিক হয়ে উঠবেন। যাইহোক, নানা কারণে e-mail-এ পাওয়া সমস্ত প্রবন্ধের স্থান হয়নি জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আগের সংখ্যাগুলির মত এই সংখ্যাতেও বাছাই করা কয়েকটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সম্পাদনা পরিষদের সদস্য (Referees)-রা আমার সমস্ত অনুরোধ মেনে প্রবন্ধ বাছাই করে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। প্রত্যেক সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও নির্বাচিত প্রবন্ধগুলির বিষয় নির্বাচন, বক্তব্য, বানানরীতি, রচনারীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাবন্ধিক বা গবেষকের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্য অনেক যেমন শুভানুধ্যায়ী মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তেমনি কেউ বা সমালোচনার মধ্য দিয়েও সতর্ক করে দেন। সেই সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ও সমালোচকদের সমস্ত মূল্যাবান পরামর্শ ও মন্তব্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রতিবারের মত এবারেও পত্রিকার মানোন্নয়ণের জন্য গঠনমূলক পরামর্শের আশা রাখি।

২৫ শে ডিসেম্বর, ২০২০ তাপস অধিকারী

সূচি

গ্রহণে প্রত্যাখ্যানে ঈশ্বর : বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'	: শর্মিষ্ঠা পাল	৭
বাংলা ছোটোগল্পে সিপাহি বিদ্রোহের নায়ক 'নানাসাহেব'	: বাসব দাস	১০
বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য -একটি অনুসন্ধান	: ড. অনুপম সরকার	১৫
বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনায় অধ্যাপক সুকুমার সেন	: বাপী সরকার	২২
রাসসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন 'আত্মজীবন কথনে প্রথম নারী কণ্ঠ	: প্রতাপকুমার সাহা	২৭
প্রচেত গুপ্তের গল্পবিশ্ব : সমাজ-অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে বদলে যাওয়া মানুষের কথকতা	: চঞ্চল দেবনাথ	৩১
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ আখ্যানের রূপায়ন	: শতাব্দী কর	৪০
বাংলা ও সাঁওতালি ভাষার আত্মিক যোগ	: বিপ্লব হাঁসদা	৪৫
রবীন্দ্রনাথের (নির্বাচিত) ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদ সত্তা	: অর্জুন মণ্ডল	৫০
দিব্যেন্দু পালিতের 'তিনকড়ির মা ও বোন' : বিসর্জিত মাতৃত্বের কথাচিত্র	: প্রহ্লাদ রায়	৫৪
নারী সত্তার আলোকে কবিতা সিংহের কবিতা	: তালু বেসরা	৫৮
দেবেশ রায়ের গল্পে নারী চরিত্র : নানা রঙের সমাহার	: রূপা বণিক	৬৪
শেরশাবাদী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদ ও বাংলা ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের তুলনামূলক আলোচনাও অন্যান্য প্রসঙ্গ:	: হাসান আলি	৬৯
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'দিগন্ত' : দাম্পত্যের মেঘ-রৌদ্র	: মদন গোপাল অধিকারী	৭৪
মুক্তিকামী নারীদের জীবন সংগ্রাম: সমীর রক্ষিতের 'হৃদয়ভূমি'	: দুর্লভ শীল	৭৮
রোমান্সের গল্পেও হাস্যরস : প্রসঙ্গ পরশুরামের গল্প	: ড. মিঠু দেব	৮২
চরিত্রের বয়ানে সমাজপট স্পর্শকারী গল্প: বনফুলের 'শ্রীপতি সামন্ত'	: ললিতা পাল	৮৮
ঢোঁড়াই চরিত মানস : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতায় ঢোঁড়াই	: আলমগীর সরকার	৯১
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত প্রভাবের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান	: সুবর্ণা সেন	৯৬
মঙ্গলকাব্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার : প্রসঙ্গ ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য	: মনোজিৎ বর্মন	১০৬
নগ্ন বাস্তবতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প দুঃশাসনীয়	: শম্ভু চৌধুরী	১১৩
মনোজ বসুর জলজঙ্গল উপন্যাসে আঞ্চলিকতার অনুসন্ধান	: তাপস অধিকারী	১১৮
আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে সারদাদেবীর গার্হস্থ্যজীবনের প্রাসঙ্গিকতা	: বাসুদেব হালদার ও ড. শর্মিষ্ঠা ঘোষ	১২৫

মঙ্গলকাব্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার : প্রসঙ্গ ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য

মনোজিৎ বর্মন

মধ্যযুগীয় বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে পত্র ব্যবহারের রীতি বা প্রচলন দেখা যায়। তবে আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে চিঠিপত্রের কোন উল্লেখ না পেলেও আমরা আদি মধ্যযুগের কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে পত্র ব্যবহারের রীতি দেখতে পাই। তৎকালীন সময়ে মানুষ জন ব্যক্তিগত কোন বিষয়কে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতেন দূত মারফত। আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের তাম্বুলখণ্ডে তার পরিচয় পেয়েছি।

মধ্যযুগে বা অন্ত্যমধ্যযুগে সাহিত্যে দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের পাশাপাশি পত্রলেখার প্রচলন বা রীতি লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোচবিহাররাজ মহারাজা নরনারায়ণ কর্তৃক আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণ সুকামফাকে লেখা পত্রখানি বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত। তৎকালীন সময়ে দৈনন্দিন কাজকর্মে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। কোচবিহাররাজ নরনারায়ণের সুকামফাকে লেখা পত্রটি প্রথম ২৭ জুন ১৯০১ তারিখে "আসামবস্তি" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটি নিম্নোক্ত—

"স্বস্তি সকলদিগদন্তি কর্ণতালাস্ফাল সমীরণ প্রচলিত হিমকর হরহারহাস কালকৈলাশ পাণ্ডুর যশোরাশি বিরাজিত ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশ তরঙ্গিণী সলিল নির্মল পবিত্র কলেবর ধীষণ ধীর ধৈর্য মর্য্যাদা পারাবার সকল দিক্কামিনী গীয়মান গুনসন্তান শ্রী শ্রী স্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রচণ্ড প্রতাপেষু।

লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্চা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুস্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমার এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমাসদ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল ঘুড়ী ২ ধনু ১ চেঙ্গামৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই এক সারি ৫ থান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।।"[১]

দৈনন্দিন জীবনে চিঠিপত্রের ব্যবহার সর্বত্র প্রচলিত। সাহিত্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আমরা চিঠিপত্রের ব্যবহার দেখতে পাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষেশ করে মঙ্গলকাব্যে চিঠিপত্রের ব্যবহার নেহাৎ কম নেই, তা পর্যবেক্ষন বা পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। মধ্যযুগের বাস্তববাদী কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য ও বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আমরা চুঠিপত্রের উল্লেখ্য পাই। মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গলে বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদসদাগর সনকাকে গর্ভের সন্তানের বিষয়ে পত্র লিখেছেন—

"পঞ্চমাস গর্ভে যবে সনকা রমণী।
হেনকালে পাটনে চলিলা নৃপমুনি।।
পুত্র হয় থোবে নাম লক্ষিন্দর বালা।
দুহিতা হইলে নাম থুইয়া জয়মালা।।
পত্র দিশা চাঁদো রাজা লোকধর্ম ভয়।
যাত্রা করি পাটনে চলেন মহাশয়।।"[২]

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে আমরা দুটি চিঠির উল্লেখ পাই। একটি চিঠি সতীন খুল্লনাকে মানসিকভাবে নির্যাতন করার জন্য লহনা ছলনা করে স্বামীর নাম দিয়ে লেখা একটি কপট পত্র –

"স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি
অশেষ গুনের নাম লহনা যুবতী।

তোরে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরমা পিরিতি
কথো দিন গৌড়ে মোর হইবেক স্থিতি।
মোর সমাচার দ্রড় শ্রবণে শুনিবে
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিআ পাঠাবে।
নিজ ধন দিয়া কড় দুঃখ নিবারণ
পঞ্জরের তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন।
তোমারে সে লাগে প্রিয়ে মোর গৃহভার
খুল্লনার নিহ তুমি অষ্ট অলঙ্কার।
খুল্লনার নিও তুমি জত অভরণ
নিযুক্ত করিহ তারে অপেক্ষণ
পরিবারে দিহ খুঞ্যা উড়িতে খোসলা
শয়ন করিতে তারে দিহ ঢেঁকিশালা।
এক বৎসরের তরে রাখাবে ছাগল
নিয়মিত অর্ধসের করিহ সম্বল।
তোরে বলি প্রিয়ে মোরপালিবে আদেশ
নাহী সত্য পালিবে মুণ্ডাব তোর কেশ।
খুল্লনারে বিভা আমি কৈল পাপ ক্ষণে
বিবাহের কালে রাহু আছিল লগনে।
গণিঞা গণক মোরে কহিল বিচার
খুল্লনা ছাগল রাখে তবে প্রতিকার।
নিশাচর-গণ কন্যা তোর বড় দোষ
তার অপমানে গ্রহ হইবে সন্তোষ।
অবশ্য অবশ্য করি গুরাইল পাতি
শ্রী দিআ জৌ-মোহর দিল লীলাবতী।
পত্রলিখি লীলাবতী করিল গমন”[৩]

লহনার এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য সতীন সমস্যা থেকে পরিত্রান। দ্বিতীয় পত্রটি সিংহল যাত্রার পুর্বে ধনপতি সদাগর, খুল্লনাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন খুল্লনার গর্ভের সন্তানের বিষয়ে—

“স্বস্তি আগে লিখিয়া ধনপতি।
অবশেষে মঙ্গলধাম খুল্লনা যুবতী।
তোরে আশীর্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি
সন্দেহভঞ্জন-পত্র করিল লিখিতী
যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেইকালে নৃপাদেশে করিল প্রবাস।
যদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়্যা
উত্তম বংসজ দেখি ঝিএ বিভা দিহ।
যদি পুত্র হয় নাম থুইয় শ্রীপতি
পড়াইয়া শুনাইয়া পুত্র করিহ সুমতি।

এবার বৎসরেজদি নহে আগমন
আমার উর্দিশে যাবে দক্ষিণ পাটন।"[৪]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার আদি কবি মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলেও ঐ ধরনের কপট-পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"স্বস্তি য়াগে লেখিয়া লেখিল ধনপতি।
সকল মঙ্গলা লয় লহনা যুবতী।।
বচ্ছর রহিব গোড়ে পঞ্জর গড়িতে।
মোর আজ্ঞা লহনা পালিহ লিপিমতে।।
শুনহ লহনা তোকে লাগে গৃহভার।
খুলনার কাড়িয়া লইবে অলঙ্কার।।
লহনা পালিহ কথা লেখনের কতে।
বনে দিহ খুলনাকে ছেলি চরাইতে।।
খুদের চাউল দিহ খুলনাকে খাইতে।
রাত্রকালে শুইতে দিহ ঢেকিশালাতে।।
পড়িতে মেখলা দিহ উড়িতে খসলা।।
পোড়া অন্ন খাইতে দিহ শয়নের বেলা।
লিপিমতে আজ্ঞা যদি না পাল য়ামার।
গৃহে জাঞানাক কান কাটিব তোমার।।"[৫]

সিংহল যাত্রার সময়ও ধনপতি খুল্লনার গর্ভের সন্তানের প্রসঙ্গে আরো একটি পত্র লিখেছিলেন—

"জেকালে খুলুনার হইল গর্ভ পঞ্চমাস।
তখনে গেইলাম আমি সিংহলে পরবাস।।
খুলুনার গর্ভে জদি পুত্র ছাল্যা হইবে।
শ্রীমন্ত বলিয়া নাম তাহারে রাখিবে।।
ধনাই পণ্ডিতের ঠাই পুত্রকে পড়াইবে।
ইহ বাক্য কদাচিত য়ন্যথা নহিবে।।
পড়িয়া বালক হৈবে অতি বিচক্ষন।
পিতার উদ্দিশে জাইবে দক্ষিন পাটন।।
পুত্র পড়িঞা জদি ঘরে অন্ন খাএ।
বাপ তার গাধা গাধিনী তার মাএ।।
পুত্র নাই হবে জদি কন্যা ছাল্যা হে।
মনের হরিষে নাম দুলবী রাক্ষিবে।।
কুলীন ঔরস দেখি কন্যা বিভা দিবে।
জে কিছু কহিলাম আমি অন্যথা না হবে।।
জামাতা রহিবে জদি কুলের ভাজন।
শশুরের উদ্দিশে জাবে দক্ষিন পাটন।।"[৬]

তবে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ট কবি ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য চব্বিশটি পালায় বিভক্ত, এই চব্বিশটি পালাতে কয়েকটি পত্রের পরিচয় লক্ষিত হয়। এছাড়াও ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম একজন কবি রূপরাম চক্রবর্তীর

কাব্যেও আমরা বিভিন্ন পত্রের পরিচয় পাই। অতএব আমরা ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের বিভিন্ন পালায় ব্যবহিত পত্রগুলির ব্যবহার রীতি ও তার শিল্প সার্থকতা পর্যালোচনা করবো।

কাব্যের দ্বিতীয় পালা ঢেকুর পালায় সোমঘোষ ও ইছাই ঘোষের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে গৌরাধিপতি হন তার পুত্র, গৌরাধিপুত্র সোমঘোষের বিনয়ি পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে খাজনা দিতে না পারার কারনে তাকে বন্দী করলেও পরবর্তিতে তাকে মুক্তি দেন। কিন্তু সোমঘোষের পুত্র ইছাইঘোষ প্রবল প্রতাপে খাজনা দিতে অস্বীকার করেন এবং কর্ণসেনের সম্পত্তি ক্রোক করে ত্রিষষ্ঠীতে ঢেকুরগঢ় স্থাপন করেন। এইসময় গৌরাধিপতি সোমঘোষকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। কাব্যের ষষ্ঠ পালা লাউসেনের জন্ম পালায় ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতী পুত্রসন্তান লাভ করলে তার সংবাদ জানিয়ে গৌরাধিপতিকে পত্র প্রেরণ করেন। কাঙুর যাত্রা পালায় তিনটি পত্রের উল্লেখ পাই আমরা। প্রথম পত্রটি মহামদের ষড়যন্ত্রে কামরুপ রাজকে প্রেরণ কোড়া হোয় গৌড় আক্রমণের জন্য। লাউসেনের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে গৌড়রাজ তাকে বিষেষ সম্মানে ভূষিত করতে চাইলে মহামদ তা মেনে নিতে পারেনি, তাই সে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার শুরু করেন। বিষয়টি চরম পর্যায়ে পৌছালে গৌররাজ মহামদকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং মহামদ সেই কারাগারে বন্দী অবস্থা থেকেই কামরূপ-রাজকে পত্র প্রেরণ করেন—

"প্রথমেতে প্রবল প্রতাপ পৃথ্বীপতি।
পরে লিখে পরম পূজিত মহামতি।।
কাঙুর অবনীপতি রাতুল চরণে।
মহামদ পাত্রের প্রণতি নিবেদনে।।
অবধান করি শীঘ্র এসে বস পাটে।
গৌড়পতি সংশয় বসিয়া যমবাটে।।
ললাটে তোমার রাজ্যে ঘটালে গোসাঁই।
এখানে আপনি আছি অন্যমত নাই।।
বিশেষ সাক্ষাতে কব শুনিবে স্বরূপ।
তারিখ লিখিয়া তাই করিল কুলুপ।।"[৭]

মহামদের এই পত্রের পরেই কামরূপ রাজ গৌড় আক্রমনে উদ্ধত হয়। কিন্তু এই খবর গিয়ে পৌছায় গৌড়রাজের কাছে। এই সময়ে বাধ্য হয়ে গৌড়রাজ মহামদের শরণাপন্ন হন এবং অভিমান ত্যাগ করে উপযুক্ত পরামর্শ দানের অনুরোধ করেন মহামদকে; আর মহামদ এই অপেক্ষাতেই ছিলেন। আর এই সুযোগে মহামদ গৌড়রাজকে পত্র লেখেন।

ঘনরামের কাব্যে 'কানাড়া বিবাহ পালায়' কানাড়ার বিবাহ উপলক্ষে 'স্বয়ম্বর পালা'র কথা প্রসঙ্গে গৌড়েশ্বর মহামদের পরামর্শে লাউসেনকে পত্র লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ—

"প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত।।
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম সুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে।।
সদাই চিন্তিয়া সদাশয়ের কুশল।
এখানে আপনি আল্য আমার কুশল।।
পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা আস্য রায়।
এখানে সকলি কব শুনিবে সভায়।।
অপর নাবড়ি কিছু লিখেন হেকাত।

নাম লিখাইয়া মোট লক্ষের বিলাত।।
যদিস্যাৎ গমনে সিমুলা কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কড় কাজ।।
ময়না সাধিব কর ঘোড়া লব কেড়ে।
এ কর্ম্ম ইঙ্গিতে না করে কোন ভেড়ে।।
তবে লিখে তারিখ রাজার সই তায়।"[৮]

লাউসেনের কল্যান কামনা করে তারিখ ও সই করে চিঠি শেষ করেছেন গৌড়েশ্বর। 'মায়ামুণ্ড' তেও মহামদ লাউসেনকে বধ করার জন্য ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য গৌড়েশ্বরকে দিয়ে লাউসেনকে নম্নোক্ত পত্রটি লিখেছেন –

"প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত।।
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম সুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে।।
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এক্ষনে আনন্দ যায় পরন্ত সম্প্রতি।।
পত্রপাঠ সাক্ষাৎ সত্ত্বর আইস রায়।
এখানে সকল কব শুনিবে সভায়।।
অপর নাবড়ি কিছু লিখিল হেকাত।
নাম লেখাইয়া খায় লক্ষের বিলাত।।
যদিস্যাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুহে কড় কাজ।।
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন তারিখ দিল তোরই কার্ত্তিক।।
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।"[৯]

ঘনরামের কাব্যে দেখা যায়, 'অঘোর বাদল পালায়'য় অবিরাম বর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাউসেনকে দিয়ে পশ্চিম উদয়ের কথা বলা হয়। লাউসেন প্রথমে একাজ করতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে তিনি পশ্চিম উদয়ে সম্মত হয়। এই সময়ে পশ্চিম উদয়ের জন্য তিনি বেশ কিছু দিন হাকন্দে অবস্থান করেন। হাকন্দে থাকার সময়ে লাউসেন ময়নার অমঙ্গল আশঙ্কা করে স্ত্রী কলিঙ্গাকে পত্র প্রেরণ করেন সারী শুকের দ্বারা। পত্রটি ছিল—

"প্রথমে লিখিলা স্বস্তি স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিতা।
শ্রীমতি কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা।।
সুপরম শুভাষী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যান মোর কল্যাণ কারণ।।
পরন্ত কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে।
শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিতে।।
হাকন্দ আকন্দ কন্দ নিরানন্দময়।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি নিশ্চ্য।।
বিবরি বিশেষ বার্ত্তা লিখিবে সকল।

প্রাণের কর্পূর চিত্রসেনের মঙ্গল।।
ওপর সকল শুভ লিখিবে বিশেষ।
এখানে আমার প্রাণ হলো অবশেষ।।
প্রভুপদ প্রসন্নে পূজিনু এতদিন।
এবে অতি দূর্গতি হইল দশাহীন।।
প্রাণ পন করেছি না যাব বর বিনে।
কালুকে কহিবে পুরী রাখে রাত্রিদিনে।।
অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব।
পিতামাতা চরণে জানিবে দণ্ডবত।।
প্রতিমাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভাব যে হনুবাপা দানে বড় সচ।।
সুপালনে সুন্দরী পালিবে বসুমতী।
জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কিমধিকমিতি।।
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহবার লেখা।।"[১০]

যথা সময়ে লাউসেনের চিঠি ময়নায় পৌছায়,এবং কলিঙ্গার বদলে কানাড়া সেই চিঠির উত্তর দেয়। কারণ, কলিঙ্গা জাগরণ পালায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেছে।তাই কানাড়া সেই চিঠির উত্তর দিয়ে পাঠায় সারী-শুকের মাধ্যমে—

"প্রভু পদ পঙ্কজ পরম পূজ্যমতি।
কানড়া কুমারী করে অসংখ্য প্রণতি।।
কৃপা পত্রী পেয়ে প্রভু পীড়া পেলাম প্রাণে।
কি পাপে বঞ্চিল বিধি সেখানে এখানে।।
এত কালে না হইল পশ্চিম উদয়।
কতেক লিখিব দেশে যতেক প্রলয়।।
তোমার মাতুল নাথ মজালে ময়না।
নবলক্ষ দলে বলে দিল রাত্রে হানা।।
নদী পার কয়রে লখে হানে লক্ষ তিন।
তারপর না জানি কি হলো দশা হীন।।
শাকাশুকা ডোমগণ যুঝে মলো রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে।।
সন্তাপে সাজিয়ে দিদি অভিমানে মলো।
কি আর লিখিব নাথ সর্ব্বনাশ হলো।।
উপলক্ষ আপনি ঈশ্বরী অনুকুল।
শেষে যেয়ে সব সেনা করিনু নির্ম্মুল।।
অপমানে পাত্তর পালাল নিকেতনে।
নিবেদনমদিম লিখিনু শ্রীচরণে।।"[১১]

এখানে দেখা যায় লাউসেনকে গৌড়রাজ যে পত্র গুলি দিয়েছে, তা দেখা যায় মহামদ তার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য গৌড়রাজকে দিয়ে পত্র গুলি লিখিয়েছে। অর্থাৎ এখানে গৌড়েশ্বর পত্রগুলি লিখলেও মহামদের উপর মানসিক ভাবে চাপ সৃষ্টির জন্য মহামদ তার নিজস্ব মতামত সংযুক্ত করেছেন।ঘনরামের কাব্যে সাতটি পত্র পাওয়া যায়, যা হুকুমনামা, কূটনৈতিক ও ব্যক্তিগত। পরতিটি পত্রের সূচনাতে সম্বোধন কয়রে লেখা শুরু হয়েছে এবং শেষে তারিখ দিয়ে পত্র শেষ হয়েছে। ঘনরামের কাব্যে লিখিত পত্রগুলি , যা ঘটনার অগ্রগতির সহায়ক, চরিত্রের স্বরুপ উদ্‌ঘাটক হিসেবে উঠে এসেছে। পত্রের এক একটি চরণের মধ্য দিয়ে আমরা চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় পেয়েছি; যার মধ্য দিয়ে পত্রগুলির সাহিত্যিক মূল্য ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১) তুঙ্গ, ডঃ সুধাংশুশেখর (সম্পাদিত) : বাংলার বাইরে বাংলার গদ্য চর্চা : ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৪২।
২) বিশ্বাস, অচিন্ত্য : বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ / এপ্রিল ২০০২, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ শ্রাবন ১৪২২ / জুলাই ২০১৫, পৃষ্ঠা-৪৩২।
৩) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫, সপ্তম মুদ্রণ : ২০১৭, পৃষ্ঠা-১৩৬-১৩৭।
৪) ঐ, পৃষ্ঠা-১৯৪।
৫) ওঝা, ড. সুনীলকুমার : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহন-
পুর, শিলিগুরি-৭৩৪০১৩, প্রথম প্রকাশ : ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪, পৃষ্ঠা- ২২৩-২২৪।
৬) ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৮-২৬৯।
৭) মহাপাত্র, শ্রী পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) : ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৫৪-৩৫৫।
৮) ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪১-৪৪২।
৯) ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭৪।
১০) ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৬৪-৬৬৫।
১১) ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৬৬-৬৬৭।

সহায়ক গ্রন্থ :

১) মহাপাত্র, শ্রী পীযূষ কান্তি (সম্পাদিত) : ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ, ২০১২।
২) পোদ্দার, অরবিন্দ : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক, ১৩৫৯; অক্টোবর, ১৯৫২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : মে, ২০১৮।
৩) মল্লিক, দীপঙ্কর : মধ্যযুগ : ফিরে দেখা, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৪।
৪) বিশ্বাস, অচিন্ত্য : বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯ / এপ্রিল ২০০২, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ শ্রাবন ১৪২২ / জুলাই ২০১৫।
৫) দাস, ড. ক্ষুদিরাম : কবিকঙ্কন চণ্ডী(প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, দে'জ নব সংস্করণ : মহালয়া ১৪০০, অক্টোবর ১৯৯৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০৬, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
৬) ওঝা, ড. সুনীলকুমার : মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজা রামমোহন-
পুর, শিলিগুরি-৭৩৪০১৩, প্রথম প্রকাশ : ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪।
৭) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন : বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, একাদশ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪১৫, অক্টোবর ২০০৮।
৮) তুঙ্গ, ডঃ সুধাংশুশেখর (সম্পাদিত) : বাংলার বাইরে বাংলার গদ্য চর্চা : ষোড়শ-অষ্টাদশ শতক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮৭/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫।

প্রাবন্ধিক পরিচিতি : গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।